দৈনিক বাংলা

তারিখ ...২৩।১০।৮২...
পৃষ্ঠা... ১ কলাম ৭...

খন্দকার আবদুল হামিদের ইন্তেকাল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিখ্যাত কলামিস্ট ও সাবেক মন্ত্রী খোন্দকার আবদুল হামিদ গতকাল সন্ধ্যায় শেরে বাংলা নগরের হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ৫ মেয়ে ও ১ ছেলে রেখে গেছেন।

খোন্দকার আবদুল হামিদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালেই ৯ই অক্টোবর তাঁর স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের ফলে তাঁর শরীরের বাম দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

মরহুম খোন্দকার আবদুল হামিদের মরদেহ আজ বাদ জোহর শেরপুর টাউনের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হবে। মরদেহ শেরপুর টাউনে নিয়ে যাবার আগে আজ সকাল আটটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

খোন্দকার আবদুল হামিদ ১৯১৮ সালের ১লা মার্চ জামালপুরের শেরপুর টাউনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী নেন।

মরহুম খোন্দকার আবদুল হামিদ সুদীর্ঘ ৩৪ বছর সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। কলকাতায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু, মরহুম আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত 'দৈনিক ইত্তেহাদের সহকারী সম্পাদক হিসাবে। এর আগে কিছুকাল তিনি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক চাষীর' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক মিল্লাত' এবং ১৯৬৯ সালে 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয় বোর্ডের তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন।

'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে দৈনিক ইত্তেফাক এবং 'মর্দে মুমীন'

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

হামিদের ইন্তেকাল

(১ম, পৃঃ পর)

ছদ্মনামে দৈনিক আজাদে তিনি কলাম লিখতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইত্তেফাকের 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলামে স্পষ্টভাষীর লেখা সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

সাংবাদিকতায় অবদানের জন্যে ১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত হন।

খোন্দকার আবদুল হামিদ ১৯৫৩ সালে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৪ এবং ১৯৬৫ সালে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার আমলে তিনি নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে কারাবরণ করেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ১৯৬৮ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন।

বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭৬ সালে তিনি বৃটেন ও স্কটল্যান্ড সফর এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৮১ সালে ম্যানিলায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার জাতীয় সাংস্কৃতিক সংহতি সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে তিনি জামালপুর-৬, আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই সালের ১৫ই এপ্রিল যুব-উন্নয়ন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালের ২৪শে এপ্রিল তিনি মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আবার স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বার মন্ত্রী হবার আগে তিনি 'দৈনিক দেশ'-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

তিনি কৃষি ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর সদস্য এবং জাতীয় সংসদে সরকারী খাত সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিরও সদস্য ছিলেন।